একসময় এক ছেলে ছিল, যার বাবা একদিন তাকে বলল যে সে যথেষ্ট বড় হয়েছে এবং এখন ভেড়াদের যত্ন নিতে পারে। প্রতিদিন তাকে ঘাসের মাঠে ভেড়া নিয়ে যেতে হত এবং ঘন উলওয়ালা শক্তিশালী ভেড়া হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের চড়তে দেখতে হত। ছেলেটি তবুও অসুখী ছিল। সে দৌড়াতে এবং খেলতে চাইত, বিরক্তিকর ভেড়া পাহারা দিতে চাইত না। তাই, সে পরিবর্তে কিছু মজা করার সিদ্ধান্ত নিল। সে চিৎকার করে বলল, ‘নেকড়ে! নেকড়ে!’ যতক্ষণ না পুরো গ্রামের লোক নেকড়েকে তাড়ানোর জন্য পাথর নিয়ে দৌড়ে এল, যাতে সেটি একটিও ভেড়াটি না খেয়ে ফেলতে পারে । যখন তারা দেখল যে কোন নেকড়ে নেই, ছেলেটি তাদের সময় নষ্ট করছে এবং এ সময় তাদের ভয় দেখিয়েছে দেখে তাদের বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল। পরের দিন, ছেলেটি আবার চিৎকার করে বলল, ‘নেকড়ে! নেকড়ে!’ আর গ্রামবাসীরা আবার নেকড়ে তাড়াতে দৌড়ে এল।

ছেলেটি তাদের ভয় দেখে যখন হেসে উঠল, গ্রামবাসীরা চলে গেল, কেউ কেউ বেশী রেগে গেল। তৃতীয় দিন, ছেলেটি ছোট্ট একটা পাহাড়ে উঠল, তখন হঠাৎ সে দেখল যে একটা নেকড়ে তার ভেড়াটার উপর আক্রমণ করল। সে যত জোরে সম্ভব চিৎকার করল ‘নেকড়ে! নেকড়ে! নেকড়ে! ‘, কিন্তু গ্রামবাসীরা ভাবল যে সে আবার তাদের বোকা বানানোর চেষ্টা করছে এবং ভেড়া উদ্ধার করতে এল না। সেই ছোট্ট ছেলেটি সেই দিন তিনটি ভেড়া হারাল, কারণ সে আগে বড্ড বেশী বার নেকড়ে বলে চিৎকার করেছিল।

গল্পের নীতিকথা

মনোযোগ পাওয়ার জন্য কাহিনী বানিও না, কারণ যখন এটির আসল প্রয়োজন হবে কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না।